IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাংলায় দেবী উপাসনা : প্রজননশক্তি-উর্বরতার প্রেক্ষিতে

অমরেশ বিশ্বাস, গবেষক, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ : বাংলার বিচিত্র ধর্মানুষ্ঠানের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানে দেবতাদের চেয়ে বরং দেবীর সমাদর বেশি। বাংলাতে সুপ্রাচীনকালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল, যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয় কৃষিকেন্দ্রিক উর্বরতার ধারণা থেকে। ভূমির ফলপ্রসূতা এবং নারীর দৃশ্যমান প্রজননশক্তিকে প্রাচীন মানুষেরা একই চোখে দেখত, সেই থেকে ভূমিকে দেবী বা মাতা হিসাবে ভাবার সূত্রপাত। বাঙালির দেবীশ্রেষ্ঠা দুর্গা আদিতে শস্যদেবী ছিলেন। কৃষি-সম্বল বাঙালির কাছে কোজাগরী পূর্ণিমা বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। সারা বছর ধরে বাঙালি অনেকবারই দেবীর আরাধনা করে। এই শস্যদাত্রী, সন্তানদাত্রী মাতৃদেবী বিবর্তনের মাধ্যমে বাঙালির সাহিত্য, সংগীত, ধর্মসাধনার অন্দরে প্রবেশ করেছে।

সূচক শব্দ : দেবী উপাসনা, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, প্রজননশক্তি, উর্বরতা, অম্বুবাচী, শ্রীলক্ষ্মী, কোজাগরী, দুর্গা, নবপত্রিকা, মনসা, ইতু।

নীহাররঞ্জন রায়, **বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব**-এ বাংলায় দেবীপ্রাধান্য সম্পর্কে বলেছেন, "নারীকে শক্তিস্বরূপিণী বলিয়া দেখা ও ভাবা, সৃষ্টিরহস্যের মূল বলিয়া কল্পনা করা - ইহার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ সংসারগত ইন্দ্রিয়ালুতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অনস্বীকার্য এবং এই ইঙ্গিত প্রাচীন ভারতের, বিশেষভাবে বাংলার সৃষ্টি এবং আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দান।... আদিম কৌম সমাজের মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রাধান্য কৌম সমাজে তো ছিলই; বিচিত্র নামে তাঁহারা নানাস্থানে পূজাও লাভ করতেন। পরে যখন আর্য-ব্রাহ্মণ্য পুরুষপ্রকৃতি ধ্যান সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন সেই মাতৃকাতন্ত্রের দেবীরা প্রকৃতি বা শক্তিরূপিণী বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে, বিশেষভাবে দুর্গা ও তারার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেলেন।... সম্প্রতিক বাঙলার বিচিত্র ধর্মকর্মানুষ্ঠানের গভীরে একটু দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, এদেশে দেবতাদের চেয়ে দেবীদের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা বেশি"।[১] নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি বাংলায় প্রাচীনকালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। সমাজে মাতৃপ্রাধান্যের তাত্ত্বিক আদর্শ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সেটার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সমাজে মাতৃপ্রাধান্যের সূত্রপাত হয় **উর্বরতার** ধারণা থেকে, প্রধানত কৃষি। নীহাররঞ্জন রায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থের একটু তথ্য উল্লেখ করতে চাই, তিনি এই গ্রন্থের বর্ণবিন্যাস অধ্যায়ে বলছেন, আর্যীকরণের সূচনার পূর্বে এদেশে অস্ট্রিক (অধিক সংখ্যক) ও

দ্রাবিড়ভাষী কৃষি ও শিকারজীবী মানুষজনের বসবাস ছিল।[২] কৃষিজীবী সমাজ থেকেই দেবী উপাসনা প্রাধান্য পেতে শুরু করে। কারণ কৃষিকার্য একান্তই নারীর আবিষ্কার এবং নারীর প্রজননশক্তি ও ভূমির ফলপ্রসূতাকে এক করে দেখত অনুন্নত মানুষেরা, "The fecundity of the Earth and the fecundity of women are viewed as being one and the same quality."।[৩] নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থ History of Sakta Religion এ এই প্রস্তাব রেখেছেন, কৃষির উদবর্তনের সঙ্গে মাতৃপ্রাধান্যের সূত্রপাত হয়, সূত্র সেই উর্বরতা। নারীর দৃশ্যমান প্রজননশক্তি ও ভূমির শস্যউৎপাদন, এখান থেকে সৃষ্টির উৎস হিসেবে দেবীকে কল্পনা করা, ভূমিকে মাতা হিসেবে গণ্য করা, "The connexion between growth of agriculture and the origin of the village communities, as we have seen above, accounts for the popularity of the goddess cult. All over the world, the earth-spirit is generally regarded as female, and the presiding deities of agriculture are mainly goddesses, because the idea of fertility and reproduction is connected with women."।[৪] বাংলার ভূ-প্রকৃতি তথা প্রাকৃতিক পরিবেশও আদি যুগ থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত দেবীপ্রাধান্যের পশ্চাদে ভূমিকা রেখে চলেছে, এটা আমরা অনুমান করতে পারি। এত জলের প্রাচুর্য, এত উর্বর নরম মাটি, যেখানে বীজ মাত্রেই সফল-সার্থক-প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আদি যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আমরা দেখি বাংলাতে কৃষিই প্রধান ধনসম্বল। কৃষি ছাড়াও আরেকটি কারণ হল, উত্তর ভারতের পিতৃতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বাংলাকে আক্রমণ করেছে সবার পরে। যে সময় আর্য সংস্কৃতি উত্তর ভারতে সু-প্রতিষ্ঠিত, তখন বাংলাতে যে সকল আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর বাস ছিল তাদের সংস্কৃতিও শক্তিমান ছিল। বাংলাতে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বিজয় অভিযান সহজে হয়নি, মূলত "সেন-বর্মন আমলে (একাদশ-দ্বাদশ শতকে) বর্ণসমাজের উচ্চস্তরে আর্যপূর্ব লোকসংস্কৃতির পরাভব প্রায় সম্পূর্ণ হয়"।[৫] কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙালি সমাজের অন্দরে এবং বর্ণের নিম্নস্তরে আর্যপূর্ব সংস্কৃতির প্রভাব বিলুপ্ত হয়নি। আজও তা সমান ধারায় বর্তমান রয়েছে, বাংলার দেব-আয়তনে দেবীপ্রাধান্য যার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারক।

আমরা পূর্বে পেয়েছিলাম যে, নারীর প্রজনন শক্তির সাদৃশ্যে ভূমিকে তথা পৃথিবী কে মাতৃদেবী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। বাংলাতে আমরা দেখি বাঙালি মহিলারা বর্ষাকালে **অম্বুবাচী** পালন করেন। আষাঢ় মাসের সপ্তম দিন থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত। বিশেষভাবে সধবা রমণীরা। এই সময়ে তাঁরা আগুনে পাক হওয়া খাবার খান না, মাটি খোঁড়েন না, আগুন জ্বালান না, যাতে করে মাতা ধরিত্রীর কোনো আঘাত লাগে। তাদের বিশ্বাস এই কদিন ধরে মাতা বসুমতীর ঋতুপর্ব চলে। এই সময়টা হাল ধরা, জমি কর্ষণ বন্ধ থাকে। যতদিন তিনি ঋতুমতী, তার আঘাত না লাগে এই কারণেই এগুলি মানা হয়। ভূমিকে যেহেতু নারীর গুণে ভূষিত করা হয়েছে, তাই মাতা ধরিত্রীরও যে ঋতুপর্ব চলে এ বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়েছে। অনুরূপ ধারণা পোষণ করা হয় আসামের কামাখ্যা দেবী সম্পর্কেও।[৬] ঋতুর রং লাল হওয়ায়, লাল রং কে উর্বরতা ও সৃজনশীলতার প্রতীক ভাবা হয়। হিন্দু বিবাহিতা রমণীরা সিঁদুর ধারণ করে, এটা অবিবাহিতা কিংবা বিধবাদের জন্য নিষেধ থাকে, কারণ মাতৃত্ব, সৃষ্টিশীলতা তাদের জন্য নিষিদ্ধ। বাংলার **খোন্দ** (Khond) বা **খন্দ** (Khand) উপজাতি, যারা দ্রাবিড়দের একটি শাখা, তাদের দেবী **তারি পেন্নু** (Tari Pennu) কিংবা **বেরা পেন্নু** (Bera Pennu) শস্যদাত্রী দেবী – "Human sacrifices, systematically offered to ensure good crops, is supplied by the Khonds or Kandhs, another Dravidian race in Bengal… The sacrifices were offered to the **Earth Goddess**. Tari Pennu or Bera Pennu, and were believed to ensure good crops and immunity from all disease and accidents."।[৭] বাংলাতে ওরাও-রা ভূমিকে মাতৃদেবী হিসেবে পূজা করে, "The Oraons of Bengal worship the earth as a goddess"।[৮]

বাংলাতে ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে হোলী উৎসব হয়, কিন্তু এই হোলী উৎসবের মূলেও উর্বরতার ধারণা রয়েছে। "আদিতে হোলী ছিল কৃষি সমাজের পূজা; সুশস্য উৎপাদন কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তাহার প্রধান অঙ্গ"।[৯] পূর্বের হোলী উৎসবে নরবলি এবং উদ্দাম যৌনলীলার মূল কারণ হল প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন, এটি হল এক ধরণের ম্যাজিক, অনুন্নত কৃষিব্যবস্থার কমতি পূরণের জন্য। রবার্ট ব্রিফল্ট বলেছেন, "The belief that the sexual act assists the production of an abundant harvest of the earth's fruits, and is indeed indispensable to secure it, is universal in the lower phases of the culture... The Holi festival which is celebrated in every part of Hindustan in honor of the goddess Vasanti, is an occasion on which the most licentious debauchery and disorder reign throughout every class of society... Persons of the greatest respectability, without regard or rank or age are not ashamed to take part in the orgies"।[১০] Crook, এটার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "The original intention of the carnival… is to promote the fertility of men, animals and crops"।[১১] এই ম্যাজিক হল মানুষের প্রজনন প্রক্রিয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতির সৃষ্টি ক্ষমতাকে প্রভাবিত করার প্রয়াস। প্রচুর পরিমাণে শস্য প্রাপ্তির পথ উন্মোচন করা।

বাংলা মুলুক জুড়ে সাম্প্রতিককালেও মনসা দেবীর পূজা সুপ্রচলিত। মনসা দেবীর সঙ্গেও প্রজনন শক্তির ধারণা জড়িত। "সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা-পূজার উদ্ভব... বাংলাদেশে যে-সব মনসা দেবীর প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসা দেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের, ক্রোড়াসীন একটি মানব শিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণ ঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান"।[১২] মনসা দেবীর সঙ্গে সাপ বা ক্রোড়াসীন শিশু কিংবা ঘট এগুলির প্রত্যেকটি প্রজনন-উর্বরা শক্তির প্রতীক।

বাংলায় সন্তান কামনা এবং সন্তানের সুরক্ষায় সবচেয়ে উপরে আছেন দেবী ষষ্ঠী। দেবী ষষ্ঠীর কোনো প্রতিমা নেই। বৌদ্ধ দেবী হারীতী ষষ্ঠীর মতনই সন্তানের রক্ষাকর্ত্রী। নীহাররঞ্জন রায় দেবী ষষ্ঠী এবং হারীতী উভয় দেবীর উদ্ভবের পশ্চাদে প্রজনন শক্তির ভূমিকা ছিল এমত বলেছেন। বাংলায় আরও দুজন দেবী যাদের সঙ্গে শিশু সন্তানের সম্পর্ক রয়েছে, তারা হলেন ঢেলাই চন্ডী এবং বনদুর্গা। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে 'সিনি' দেবীর পূজার প্রচলন রয়েছে, ভক্তদের নিকটে এই দেবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হল তিনি প্রভূত শস্যদাত্রী।[১৩]

দেবী শ্রীলক্ষ্মী সম্পর্কে গের্ডা হার্টমান (Gerda Hartmann) বলেছেন, শ্রী ছিলেন প্রাক্-আর্য উর্বরতার দেবী, শ্রী ও লক্ষ্মী এই দুটি দেবী একত্রে শেষে একটি দেবী ও বিষ্ণুর পত্নীতে পরিণত হয়েছে – "Gerda Hartmann successfully tried to show that Sri originally was a pre-Aryan deity of fertility. she holds that Sri Lakshmi was developed from two goddesses"।[১৪] দেবী লক্ষ্মী পদ্মের উপরে উপবেশন করেন তাঁর হাতে পদ্ম কিংবা কখনো তিনি পদ্মের মালা পরিহিত থাকেন, তিনি কমলা বা পদ্মা নামেও পরিচিত। এই পদ্ম উর্বরতা শক্তির প্রতীক, "The Lotus is a symbol of fertility and life"।[১৫] গজলক্ষ্মীর ক্ষেত্রে দেখা যায় হাতি পরিবেষ্টিত দেবীকে হাতি শুঁড় দ্বারা জল বর্ষণ করছে, এই জল বর্ষণকে উর্বরাশক্তি সঞ্চারকারী বৃষ্টি হিসেবে অনুমান করেছেন গবেষকেরা, "They most likely represent fertilizing rains."।[১৬] বাংলাতে নারী মহলে লক্ষ্মীর যে পূজা প্রচলিত তার সম্পর্ক পৌরাণিক লক্ষ্মীর চেয়ে বরং লৌকিক শস্যলক্ষ্মীর সঙ্গে বেশি। তিনি

একান্তই কৃষিজীবী সমাজের আরাধ্যা প্রচুর ফসল ও সমৃদ্ধি দানকারী। 'ধান্যশীর্ষপূর্ণ চিত্রাঙ্কিত ঘটের পূজা' এখানে মেলে। পৃথক মূর্তিপূজা সুপ্রচলিত নয়। বাংলাতে সারা বছরে বেশ কয়েকবার লক্ষ্মীপূজা হয়, ফসল ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করে। দেবীর পূজাতে ব্যবহৃত গাছকৌটো নারীর গর্ভকে নির্দেশ করে, লাল রঙে রঞ্জিত থাকে – "In Bengal, the goddess Sri (Ceres) or Lakshmi is symbolised by a quantity of rice kept in a basket, and on the basket, over the heap of rice, a wooden pot popularly called Gachkauta or tree case, is placed. It is shaped like a womb and smeared with vermilion."।[১৭] লক্ষ্মীপূজা হয় ভাদ্রমাসে, পৌষমাসে, চৈত্রমাসে, ঘরে ফসল তোলার আনন্দে। তবে সবচেয়ে বড় ও জাকজমকপূর্ণ হয় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, দুর্গাপূজার পরের পূর্ণিমাতে। দুর্গাপূজা, এই দেবীর ভূমিকা পরে যাই হোক না কেন, ইনি প্রাথমিকভাবে শস্যেরই দেবী ছিলেন। বাংলাতে দুর্গাপূজা আর উত্তরভারতে ওই সময় হয় নবরাত্রি'র উৎসব, এটি একটি কৃষি উৎসব। দেবীর পূজাতে নবপত্রিকা'র সংস্কার দেবীকে শস্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে – "A central object of worship during the festival, for example, is a bundle of nine different plants, the Navapattrika, which is identified with Durga herself. Although the nine plants in question are not all agricultural plants, paddy and plantain are included and suggest that Durga is associated with the crops."।[১৮] নবপত্রিকা হল নয়টি গাছের পাতা, এই পাতাগুলিকে কেন্দ্র করে একেকটি দেবী রয়েছে। পাতাগুলি হল - রম্ভা (কলা) - ব্রহ্মাণী, কচু - কালিকা, হরিদ্রা - দুর্গা, জয়ন্তী - কার্তিকী, বিল্ব - শিবা, দাড়িম্ব (ডালিম) - রক্তদন্তিকা, অশোক - শোকরহিতা, মানকচু - চামুন্ডা, ধান - লক্ষ্মী। সব কটা উদ্ভিদ যদিও কৃষির সঙ্গে যুক্ত নয়, মনে হয় তিনি ফসল বাদেও অন্যান্য উদ্ভিদদেরও বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে সংযুক্ত। আর দেখা যাচ্ছে নবপত্রিকা'র একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হল ধান।

বাংলাতে অগ্রহায়ণ মাসে ইতুপূজা করা হয়। এই ইতুও একজন শস্যের দেবী – "Reference should be made in this connexion to the ritual of the vegetation deity Itu who is worshipped exclusively by Bengali women on the Sundays of the month of Margasirsa... The most striking feature of her ritual is the Garden Of Adonis"।[১৯] একটি মাটির সরাতে শস্যের বীজ রাখা হয় অঙ্কুরিত হবার জন্য, চারটি ঘট জলে পরিপূর্ণ করা হয়। ঘটগুলি মাতৃগর্ভ কে নির্দেশ করে। প্রতি রবিবার শুধু মেয়েরাই এই পূজাতে অংশগ্রহণ করে। মাসের শেষ রবিবারে পূজা সমাপ্ত হয় এবং **Garden Of Adonis**[২০] কোনো নদী বা জলাশয়ে ভাসানো হয়। ইতু ছাড়াও বাংলাতে আরও বেশকিছু ব্রতের সন্ধান পেয়েছি যার মূল উদ্দেশ্য প্রজনন বা উর্বরা শক্তির উদ্বোধন ঘটানো। এরকম কয়েকটি ব্রত, বসুন্ধরা ব্রত, শিবপূজা ব্রত, তিলকুজারি ব্রত, গোকাল ব্রত, জয়মঙ্গল এর ব্রত, যমপুকুর ব্রত, তুষতুষ্‌লি ব্রত, তারণ ব্রত ইত্যাদি।[২১]

পরিশেষে বলতে হয় বাঙালি সমাজের অন্দরে তার সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পে যে দেবীপ্রাধান্য রয়েছে, তার উৎস আর্যপূর্ব মাতৃতান্ত্রিক কৌম সমাজের উর্বরতা-প্রজনন শক্তির দেবী। কৃষি থেকে উদ্‌ভূত এই দেবী, সাধনার সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত। সহজযান, বজ্রযান এর কায়াসাধন শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। বৈষ্ণব গানে ও সাধনায় রাধাবাদের উৎস হল শক্তি, শশিভূষণ দাশগুপ্ত **শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ** গ্রন্থে বলেছেন, "রাধাবাদের বীজ রহিয়াছে ভারতীয় সাধারণ শক্তিবাদে"।[২২] নাথপন্থ, বাউল সম্প্রদায়ের সাধনা শিব-শক্তিবাদের ধারণার উপর মূলত প্রতিষ্ঠিত। পুরুষ যেমন নারী ছাড়া সম্পূর্ণ নয় তেমন কোনো দেবতাও দেবী ছাড়া সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু দেবীকেই শক্তি ও সৃষ্টির মূল হিসেবে গণ্য করার ভাবনা বাংলাতে যেমন পরিব্যাপ্ত ও সত্য, ভারতের অপরাপর স্থানে এমনটা নয়। দেবী বাঙালির জীবনচর্যার সঙ্গে মিশে। আর কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভগবানকে

পর্যন্ত কৃষক রূপে দেখছি, আমাদের বাংলার লৌকিক শিব কৃষিজীবী। এমনকি শস্যউৎপাদন বিষয়ে শিব-শক্তি কেন্দ্রিক কথা-কাহিনি প্রচলিত রয়েছে।

নির্দেশিকা

১। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব, সংযোজিত সাক্ষরতা সং, কলকাতা, দে'জ, ১৩৮৭, পৃ ৭১৪, ৭১৩

২। তদেব, পৃ ২১৬

৩। Robert Briffault, The Mothers, Vol-iii, New York, The Macmillan Company, 1927, p. 55

৪। N. N. Bhattacharya, History of Sakta Religion, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publisher Pvt Ltd, 1974, p. 12

৫। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব, সংযোজিত সাক্ষরতা সং, কলকাতা, দে'জ, ১৩৮৭, পৃ ২১৭

৬। N. N. Bhattacharya, Indian Mother Goddess, 3rd Edition, New Delhi, Manohar, 1999, pp. 7, 8

৭। James George Frazer, The Golden Bough, New Zealand, The Floating Press, 2009, pp.1020, 1019

৮। Ibid; p. 345

৯। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব, সংযোজিত সাক্ষরতা সং, কলকাতা, দে'জ, ১৩৮৭, পৃ ৪৮৭

১০। Robert Briffault, The Mothers, Vol-iii, New York, The Macmillan Company, 1927, p. 198

১১। Ibid

১২। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব, সংযোজিত সাক্ষরতা সং, কলকাতা, দে'জ, ১৩৮৭, পৃ ৪৮৯

১৩। গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, ৭ম সং, কলকাতা, দে'জ, ২০২০, পৃ ১৪৭

১৪। Baron Omar Rolf Ehrenfels, Mother Right In India, Hyderabad, The Government Central Press, 1941, p. 114

১৫। David kinsley, Hindu Goddess, Delhi, Motilal Banarsidas Publishers, 1998, p.21

১৬। Ibid; p. 22

১৭। N. N. Bhattacharya, Indian Mother Goddess, 3rd Edition, New Delhi, Manohar, 1999, p. 43

১৮। David kinsley, Hindu Goddess, Delhi, Motilal Banarsidas Publishers, 1998, p.111

১৯। N. N. Bhattacharya, Indian Mother Goddess, 3rd Edition, New Delhi, Manohar, 1999, pp. 42, 43

২০। স্বল্প স্থানে বা একটি পাত্রে ভেজা মাটিতে বিভিন্ন ধরনের শস্যদানা বা ফুলগাছ রাখা হয়, সেগুলি থেকে চারাগাছ জন্মালে তখন তাকে বলা হয় Garden Of Adonis।

‘These were baskets or pots filled with earth, in which wheat, barley, lettuces, fennel, and various kinds of flowers were sown and tended for eight days, chiefly or exclusively by women. Fostered by the sun's heat, the plants shot up rapidly, but having no root they withered as rapidly away, and at the end of eight days were carried out with the images of the dead Adonis, and flung with them into the sea or into springs.’

James George Frazer, The Golden Bough, New Zealand, The Floating Press, 2009, p. 803

২১। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব, সংযোজিত সাক্ষরতা সং, কলকাতা, দে'জ, ১৩৮৭, পৃ ৪৮৫

২২। শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, কলকাতা, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৯, পৃ ৩

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation